রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ ফাল্গুন, ১৪১৭/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

নং পবম(বঃ শাঃ-১)৪৫/২০১০/১৩৪—যেহেতু বন বিভাগ বিগত শতাধিক বছর যাবৎ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বনভূমি এবং বনজসম্পদের ওপর সৃষ্ট অতিরিক্ত চাপ নিরসনে ইতোপূর্বে স্থানীয় জনগণকে বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বনায়ন ও রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ বর্তমানে বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মী হিসাবে বন রক্ষার কাজে বনকর্মীদের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তারপরও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ সংরক্ষণ করতে গিয়ে কমিউনিটি বনকর্মীসহ বনকর্মীগণ দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। সরকারি দায়িত্ব পালনরত বনকর্মীদের গুরুতর আহত এবং মৃত্যুবরণের ঘটনা প্রতিবছর সংঘটিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এ ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

যেহেতু বন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও বন রক্ষার কাজে সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। **শিরোনাম ঃ** এ নীতিমালা **'বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১'** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ ঃ**

(ক) সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(খ) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকরী হবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) বন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

(খ) বন রক্ষা করতে গিয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৪। **সংজ্ঞা ঃ**

(ক) **বনকর্মীঃ** সরকার কর্তৃক নিয়োজিত—

(১) বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতির আওতায় গঠিত 'কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি' কর্তৃক বন পাহারার কাজে নিয়োজিত কমিউনিটি পেট্রল গ্রুপের সদস্য।

(৩) বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে বন রক্ষার কাজে দায়িত্বরত নিবন্ধনকৃত ফরেস্ট ভিলেজার।

(৪) সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত ও চুক্তিভুক্ত উপকারভোগী সদস্য।

(খ) **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** এ নীতিমালার অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বন আইন প্রয়োগকালে বা বন রক্ষার কাজে বনাঞ্চলে অবস্থানকালে বহিরাগত/প্রতিপক্ষ/বনদস্যু কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত বনকর্মীকে অথবা বনাঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে প্রাকৃতিক (ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প) দুর্যোগে আঘাতপ্রাপ্ত কোন বনকর্মীকে বুঝাবে।

(গ) **পঙ্গুত্ববরণঃ** আঘাতজনিত কারণে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম হয়ে পড়া অথবা গুরুতর আঘাতজনিত কারণে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হারানো (চিকিৎসকের সনদ পত্র সমর্থিত) কোন বনকর্মী।

৫। **যে সকল কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে ঃ**

(ক) বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বনাঞ্চলের বনজসম্পদ/বন্যপ্রাণি/বনভূমি রক্ষার বা উদ্ধারের দায়িত্ব পালনকালে বহিরাগত/প্রতিপক্ষ/বনদস্যু কর্তৃক আঘাতের কারণে।

(খ) বনাঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এর কারণে কোন বনকর্মী (দফা ৪ ক অনুযায়ী) পঙ্গুত্ববরণ (দফা ৪ গ অনুযায়ী) বা মৃত্যুবরণ করলে।

৬। **ক্ষতিপূরণের ধরন ও পরিমাণ ঃ**

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(১)	মৃত্যুবরণ	৩,০০,০০০ টাকা
(২)	পঙ্গুত্ববরণ	১,৫০,০০০ টাকা

৭। **বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণ কমিটি ঃ**

ক। আইনানুগভাগে সরকারি বনাঞ্চলে বনরক্ষার দায়িত্ব পালনকালে বনের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষতিগ্রস্ত কোন বনকর্মী (দফা ৪ ক অনুযায়ী) নিজে বা তার দলনেতা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বৈধ উত্তরাধিকারী ক্ষতির বিবরণসহ দফা ৫ এর ধারা উল্লেখপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবী করে ঘটনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নির্ধারিত (নমুনা-ক) ফরমে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সম্পর্কে অবহিত করতঃ সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি ও ডাক্তারী সনদপত্র সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পরে নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবীর বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা হবে।

কমিটি ঃ

(ক)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহ্বায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে, শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণ ও জীবন হানির ব্যাপারে সত্যতা যাচাই করে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

খ। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরের পদ্ধতি ঃ** বিভাগীয় বন কর্মকর্তা "বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণ কমিটি" এর প্রতিবেদন ও ক্ষতিপূরণের আবেদন প্রাপ্তির পর উহা পর্যালোচনা করে সুপারিশসহকারে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষকের নিকট আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করবেন। বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ ও দাবিকৃত অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের জন্য "প্রধান বন সংরক্ষক" এর নিকট প্রেরণ করবেন। প্রধান বন সংরক্ষক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির সাপেক্ষে ০৩ (তিন) মাসর মধ্যে মঞ্জুরী প্রদানসহ বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

৮। **ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ**

(ক) বিবেচনাধীন বনকর্মী প্রতিপক্ষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার সময়ে বন সংরক্ষণের কাজে বন আইন প্রয়োগে নিয়োজিত না থাকলে।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বনকর্মী বনের অভ্যন্তরে দায়িত্বরত না থাকলে।

৯। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর ঃ** প্রধান বন সংরক্ষক এ নীতিমালার অধীন ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তাবিত ও সুপারিশকৃত অর্থ দফা ৬ অনুযায়ী মঞ্জুরী প্রদান করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ-এর নিকট কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ চেক-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন। এতদ্ব্যতীত এ সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে ঘটনার বিবরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয়সহ রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

২। এ প্রজ্ঞাপনটি জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ্ উল আলম
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

ফরম-ক

বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবীর আবেদন পত্র

ক্রমিক নং		বিবরণ	নীতিমালা অনুসারে দাবীকৃত ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
১।	(ক)	আবেদনকারীর নাম ঃ	
	(খ)	পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ঃ	
	(গ)	ঠিকানা ঃ	
		বাড়ী ঃ	
		গ্রাম ঃ	
		ইউনিয়ন ঃ	
		পোস্ট অফিস ঃ	
		থানা ঃ	
		জেলা ঃ	
২।	নিহত/ক্ষতিগ্রস্ত/পঙ্গুত্ববরণকৃত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও ক্ষতির ধরন ঃ		
	(ক)	নিহত/আহত ব্যক্তির নাম ঃ	
		পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ঃ	
	(খ)	বয়স ঃ	
	(গ)	ঠিকানা ঃ	
		বাড়ী ঃ	
		গ্রাম ঃ	
		ইউনিয়ন ঃ	
		পোস্ট অফিস ঃ	
		থানা ঃ	
		জেলা ঃ	

ক্রমিক নং	বিবরণ		নীতিমালা অনুসারে দাবীকৃত ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
	(ঘ)	নিহত/আহত/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক ঃ	
	(ঙ)	নিহত/আহত হওয়ার স্থান ঃ	
	(চ)	আঘাতের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ	
	(ছ)	ক্ষতির ধরন (নিহত/আহত) ঃ	
	(জ)	সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত জিডির কপি ঃ	
	(ঝ)	ডাক্তারী সনদপত্র ঃ	
	(ঞ)	সরকারী বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে নিহত/আহত হলে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা কর্তৃক দেয় প্রবেশের অনুমতি পত্র ঃ	

		আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

৩।	কমিটির সদস্যদের সুপারিশ ঃ	
৪।	কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ঃ	
৫।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সুপারিশসহ স্বাক্ষর ঃ	

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd